ভোরের কাগজ

আমাদের গ্রাজুয়েটেরা বিদেশে সুনাম করছে

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

এবার আমাদের ছাত্ররা পরপর চতুর্থবারের জন্য এসিএমএর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেছে আইআইটি কানপুরে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে। গতবারও ভারতে চ্যাম্পিয়ন হয়েই আমাদের ছাত্ররা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। ২০০০ সালের ১৬ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে বুয়েটের দল প্রথম ও তৃতীয় স্থান দখল করেছিল আর এমা বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তম।

দেশে ফেরার কয়েকদিন পরের ঘটনা। আমাদের বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক ড. শাহাদাত উল্লাহ খান মিল্টন দেখা করতে এসেছে। শিক্ষক হিসেবে এটা আমাদের বিরাট প্রাপ্তি। আমাদের গুরুত্বহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন দুর্বলতা নিয়েই আমরা ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। সেই ছাত্ররা যখন উন্নত দেশে লেখাপড়া করতে যায় তখন আমাদের ভৌত অবকাঠামোর দারিদ্র্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকতার দুর্বলতা নিঃসন্দেহে তাদের চোখে পড়ে। তারপরও যখন দেশে ফেরার পর একজন গ্রাজুয়েট বুয়েটে আসে, আমাদের খুঁজে আমাদের কাজ এবং উদ্যোগের প্রশংসা করে, উৎসাহিত করে, তখন খুবই ভালো লাগে। যাদেরকে পড়ানোর সুযোগ আমার হয়নি তারাও স্যার সম্বোধন করে আমাদের ছাত্রদের এসিএম প্রতিযোগিতায় সাফল্য আমাদের দেশের ভাবমূর্তিকে কতোটা উজ্জ্বল করছে তা স্বতপ্রণোদিত হয়েই প্রকাশ করছে।

মিলটন বয়সে আমার এক যুগের ছোট হবে। কিন্তু উৎসাহ দেওয়া আর প্রশংসা করায় তার কোনো জুড়ি নেই। প্রোগ্রামিঙে অনুশীলনরত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে দলের ছাত্রদের কতো ভাবে যে উৎসাহ দিলো তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তারপর তাদেরকে কোনো একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য অনেকটা জোর করেই নিয়ে গেলো। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ততা অনেক বেশি থাকলেও আমাদের উৎসাহ দিতে তার সময়ের অভাব হয়নি। এর আরেকটি কারণ হলো এবার ২৫তম বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ক্যানাডার ভ্যানকুবের শহরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যেখানে মিল্টন বাস করে।

এখান থেকেই পরিকল্পনা করলো ভ্যানকুবেরের বাংলাদেশীদের কিভাবে জাগিয়ে তুলবে। ১৯৯৮ সালে যখন আমরা আটলান্টাতে প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করি তখন মিলটন অনেকবার ফোন করে পরিশেষে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল। প্রতিবারই আমরা যখন বাইরে যাই মিলটন ঠিকই খুঁজে বের করে এবং দলকে উৎসাহ দেয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভ্যানকুবেরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে বাংলাদেশ দলকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে গিয়ে অত্যুৎসাহী মিলটন দারুণ বিব্রত হয়েছিল। তারপরও তার উৎসাহের কমতি নেই।

যাহোক এবার ভ্যানকুবের যাওয়ার আগে মিলটনের সঙ্গে ততোটা যোগাযোগ করা হয়নি। যাওয়ার তারিখটিও আগে ঠিক করতে পারিনি। পরিশেষে সিঙ্গাপুর এয়ালাইনসের শুক্রবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের ফ্লাইটে রওয়ানা হলাম। প্রতিবারই বিদেশ গমনের প্রাক্কালে যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে আমি কিছু ভুল করি। এবারো করলাম। এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে দেখা গেলো মানিব্যাগটা নেই। যাহোক আর বাড়ি ফিরলাম না। সকাল ৫টা ৫০ মিনিটে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্টে পৌছলাম। তারপর সিউল হয়ে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৫০-এ ভ্যানকুবেরে পৌছলাম।

ছাত্র-সহকর্মী অনেকের কাছেই শুনেছি ভ্যানকুবের একটি সুন্দর শহর। এবার এয়ারপোর্ট টার্মিনাল থেকেই তা আঁচ করতে পারলাম। সারা টার্মিনালটি গ্লাস দিয়ে ঢাকা। গ্লাস আর স্ট্রাকচার শুধু নজরে পড়বে। যাহোক নিচতলায় আসার পরই দেখলাম দূরে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকা মিলটন ও মোস্তফাকে। মোস্তফা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে। সিএমই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আমাদের মালামালগুলো নিজেরাই টেনে গাড়িতে তুললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই নর্থভ্যানকুবেরের মিলটনের বাসায় এসে পৌছলাম। ২৪ তলা ভবনের ১১ তলায়। বাসায় পৌছানোর পর খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর হলো উৎসাহ দেওয়ার পালা। দলের চাহিদা অনুযায়ী যে কোনো জায়গায় কম্পিউটার স্থানান্তর করা, সফটওয়্যার ইনস্টল করার মধ্যে কতোই না আনন্দ পাচ্ছিল। নিশ্চয়ই আমরাও আমাদের প্রোগ্রামিং দলকে সাহায্য করতে একদিন এরকম আনন্দ পাবো।

> বাংলাদেশের ছাত্রদের যথেষ্ট সুনাম। এই সুনামটি যারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। যারা পড়তে যাবে তাদের মনে রাখতে হবে তাদের ভালো কাজের সুবিধাটি যেন পরবর্তী সময়ে অন্য গ্রাজুয়েটেরাও পায়। মিলটন ও মোস্তফা আমাদের জন্য যে সুনাম অর্জন করেছে তা যেন যারা নতুন যাচ্ছে তাদের দ্বারা সুসংহত ও উন্নত হয়।

যা হোক মিলটন ও মোস্তফার সুবাদে ৭ মার্চ তাদের সুপারভাইজার অধ্যাপক এরিক ম্যানিং আমাকে এক নৈশভোজে দাওয়াত করলেন। এখানে উল্লেখ্য করা যায় যে, আমাদের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক ড. ইকরাম হোসেন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে গবেষণা করে সবচেয়ে কম সময়ে ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অধ্যাপক ম্যানিঙের সঙ্গে আমার পরিচয় ই-মেইলে সম্ভবত ২০০০ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের সময় তার পান্ডা ল্যাবরেটরিতে একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন— যার সদ্ব্যবহার আমি করতে পারিনি। নৈশভোজে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের ড. দেব চৌধুরী যিনি বর্তমানে স্থায়ীভাবে কানাডায় বাস করছেন এবং মিলটন। অধ্যাপক ম্যানিং প্রথম দেখাতেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শুভেচ্ছা জানালেন এবং বলতে ভুললেন না যে বুয়েটের গ্রাজুয়েটেরা অত্যন্ত মেধাবী আমরা ছাত্রদের পাঠালে অধ্যাপক ম্যানিং অবশ্যই পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন। বুয়েটের গ্রাজুয়েটদের ভর্তির জন্য আবেদন করতে অনুরোধও করলেন। আমাদের গ্রাজুয়েটেরা ভালো, মেধাবী— একজন বিদেশীর মুখে বিদেশের মাটিতে শুনতে কতোই না আনন্দের ও গর্বের বিষয়। আবার তা যদি বলেন অধ্যাপক ম্যানিঙের মতো একজন ব্যক্তিত্ব।

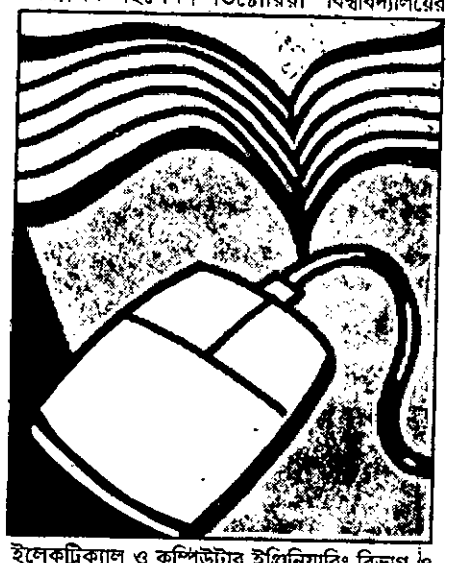

এখানে একটু উল্লেখ করতে চাই যে এরিক ম্যানিং ওয়াটারলু ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি করে এমআইটির শিক্ষক ছিলেন। তারপর বেল ল্যাবের হোমডেল ক্যাম্পাসে চাকরি করেছেন। সুবিখ্যাত ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। ইতিমধ্যে ১৩টি পিএইচডি ডিগ্রি দিয়েছেন এবং ১০০- এর বেশি গবেষণা পেপার লিখেছেন। খাবার সময় মিলটনের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। প্রকৃতপক্ষে তার হোমপেজেও এখন দেখা যাবে তার গবেষণার বিষয়বস্তু হলো Multidimensional multicenstraint knapsack problem. মিলটন এই বিষয়ের ওপর থিসিস লেখে এবং তার ফলাফল মাল্টিমিডিয়ার সেবার মান উন্নয়নে ব্যবহার করে। মিলটনের গবেষণার ফলাফলে বিখ্যাত নরটেল কোম্পানি এরিক ম্যানিংকে বছরে ৩ লাখ ডলারের একটি প্রকল্প দিয়েছে যেখানে মিলটন ও মোস্তফা গবেষণা করছে।

অধ্যাপক ম্যানিং বললেন যে, মিলটনের কাজ যে এতো ভালো হয়েছে তা তিনি নিজেও বুঝতে ... ল্যাবরেটরি থেকে অধ্যাপক ম্যানিং যেখানেই সেমিনারের যান মিলটনকে নিয়ে যান। মিলটন সেমিনারে উপস্থিত থাকলে নাকি সেমিনারের গুরুত্বই বেড়ে যায়। এই কয়েকদিন আগে মিলটন, মোস্তফা ও অধ্যাপক ম্যানিং Multi choice Multiconstraint Knapsack Problem-এর এলগরিদম ব্যবহার করে ইন্টারনেট চ্যাটিঙে কমপক্ষে সাদা-কালো ভিডিও ট্রান্সমিশনের গ্যারান্টি দিয়ে একটি প্যাটেন্ট করেছে। নরটেল কোম্পানি এখন তাদের ডাটা নেটওয়ার্কে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করছে।

মিলটন এখন eyeball. com কোম্পানিতে গবেষণা পরিচালক। যখন ডট কম কোম্পানিগুলো লাটে উঠছে আশ্চর্যের বিষয় eyeball. com সমানে সফলতার মুখ দেখছে। ১৬-১৭ মার্চ লসএঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ড-এ বেস্ট অফ কো পুরস্কার পেয়েছে। এ ছাড়া এডিটরস চয়েস ও প্রোডাক্ট অফ দ্য ইয়ার পুরস্কারও এই কোম্পানি ইতিমধ্যেই পেয়েছে। এ বিষয়ে ভ্যানকুবের সান পত্রিকায় গত ১২ এপ্রিল একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। eyeball-com-এর বড়ো সাফল্য হলো ইন্টারনেট চ্যাটিঙের সময় কথোপকথনকারীদের ছবিও দেখানো। এখানে সমস্যাটি ছিল এরকম : ক্যাবল কানেকশনে ব্যান্ডউইডথ ট্রাফিক লোডের ওপর নির্ভর করে। মিলটনের তিরি সফটওয়্যার ব্যান্ডউইডথ ও কম্পিউটারের স্পিড জেনে সর্বোত্তম ভিডিও নিশ্চিত করে। এই কোম্পানি www. eyeball. com-এ সফটওয়্যারটি ফ্রি ডাউনলোড করার জন্য রেখেছে। আশা করা যাচ্ছে শীগগিরই ফরচুন-১০০০ কোম্পানিসমূহ ই-কমার্সে এই সফটওয়্যার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে। কোম্পানির থেকে মিলটনের অবশ্য আরো বেশ কিছু প্যাটেন্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে মোস্তফা, মিলটন ও অধ্যাপক ম্যানিং মাল্টিমিডিয়ার গবেষণা করছেন। নরটেলের নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স ভালো করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

মিলটন ইতিমধ্যেই আমাদের দুজন গ্রাজুয়েটকে চাকরির প্রস্তাব করেছে। ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে এবার আমাদের চার-পাঁচ জন গ্রাজুয়েট। মোটের উপর বাংলাদেশের ছাত্রদের যথেষ্ট সুনাম। এই সুনামটি যারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। যারা পড়তে যাবে তাদের মনে রাখতে হবে তাদের ভালো কাজের সুবিধাটি যেন পরবর্তী সময়ে অন্য গ্রাজুয়েটেরাও পায়। মিলটন ও মোস্তফা আমাদের জন্য যে সুনাম অর্জন করেছে তা যেন যারা নতুন যাচ্ছে তাদের দ্বারা সুসংহত ও উন্নত হয়।

আমি আশির দশকের শুরুতে ফ্লিন্ডারস ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে পড়েছি। আমাদের স্কুলে ৩০ জন শিক্ষক ছিলেন যার ছয় জনই ভারতীয়। উপরন্তু বছরের যেকোনো সময়ে একজন ভারতীয় ভিজিটিং প্রফেসর স্কুলে কাজ করতেন। ভারতীয়রা বুঝিয়ে দিতেন যারা ভারতে কাজ করে তারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পেছনে নেই। বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে এরকমটা তেমন নজরে আসেনি। তবে ভ্যানকুবেরের যে উদাহরণটি দিলাম তা অত্যন্ত আনন্দের, প্রশংসাযোগ্য এবং অনুকরণীয়। আশা করি অন্যত্রও প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে দেশের প্রতি এমন টানের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।